بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনার ধারাবাহিকতায় মূতা'র যুদ্ধাভিযানের বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২রা মে, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআ'র সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মূতা'র যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছিল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ হলো, **হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)** যাত্রার প্রাক্কালে মহানবী (সা.)-কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে এমন কিছু উপদেশ দিন যা আমি আপনার পক্ষ থেকে স্মরণ রাখব। তিনি (সা.) বলেন, আগামীকাল তোমরা এমন শহরে পৌঁছাবে যেখানে সিজদাকারীর সংখ্যা কম, তোমরা সেখানে অধিক হারে সিজদা করবে।

হুযূর আনোয়ার বলেন: "এটি একটি অতি মূল্যবান উপদেশ। বর্তমান সময়ে আমরা যেসব দেশে বসবাস করছি, সেখানে অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে। এমতাবস্থায়, আহ্‌মদীদের উচিত নিজেদের ইবাদতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া।"

হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) আবারও উপদেশ চাইলে তিনি (সা.) বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে; এটি সর্বাবস্থায় তোমাদের সাহায্যকারী হবে।

যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) আবার ফিরে এসে নিবেদন করলেন: 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্ একক ও অনন্য, এবং তিনি একত্বকে পছন্দ করেন।' এ কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন: "হে ইবনে রওয়াহা! তুমি কি বারবার প্রশ্ন করতেই থাকবে? এখন যথেষ্ট। যখন তুমি অসহায় বা দুর্বল অনুভব করো, এবং যদি তুমি দশজনের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেও থাকো, তবুও যেন অন্তত একজনের সঙ্গে ভালো আচরণ করতে অক্ষম না হও।" অর্থাৎ, বহু খারাপ কাজের পরও যদি কেউ শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার জন্য একটি উত্তম কাজ করে, এবং তার অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় থাকে, তাহলে সে আশা করতে পারে যে আল্লাহ্ তা'লা তাকে ক্ষমা

করবেন। আল্লাহ্ তা'লা পুন্যবানদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং তাঁর রহমত অতি ব্যাপক। এই জন্য একজন মু'মিনের সর্বোচ্চ চেষ্টা হওয়া উচিত যে, সে ভালো কাজের প্রতি মনোযোগী থাকবে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে। এমনটা কখনোই যেন না হয় যে, কেউ প্রতিবার দশটি গুনাহ করে এবং তারপর বলে-'এখন একটি নেকি করলেই যথেষ্ট।' যাইহোক, মহানবী (সা.) যখন বললেন: তুমি যেন একটি উত্তম কাজ করতেও পিছপা হয়ো না, তখন হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) বিনয়ভরে বললেন: 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এখন থেকে আমি আর কোনো প্রশ্ন করব না।'

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) যাওয়ার সময় কাঁদতে শুরু করেন। লোকেরা তার কান্নার কারণ জানতে চাইলে তিনি কসম খেয়ে বলেন, আমি পার্থিবতার ভালোবাসায় বা তোমাদের কারণে কাঁদছি না। আমি মহানবী (সা.)-কে জাহান্নামের আয়াত পাঠ করতে শুনেছি আর আমি জানি না যে, আগুনে নিক্ষিপ্ত হলে আমার কী অবস্থা হবে? তখন লোকেরা তাকে সান্ত্বনা দেন এবং দোয়া করেন যেন সবাই এই অভিযান শেষে নিরাপদে ফেরত আসতে পারেন।

যাইহোক, জুমুআর দিন সকল সৈন্য যাত্রা করেন, কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে জুমুআর নামায পড়ার উদ্দেশ্যে কিছু সময় মদীনায় অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) তাকে দেখতে পেয়ে বলেন, তুমি এখনো যাত্রা করোনি? তিনি বলেন, আপনার পেছনে জুমুআর নামায পড়ার পর দলের সাথে গিয়ে মিলিত হবো। তখন মহানবী (সা.) বলেন, পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবটুকুও যদি তুমি খরচ করো তথাপি যারা এ দলে যাত্রা করেছে তুমি তাদের ন্যায় পুণ্যার্জন করতে পারবে না।

এই অভিযানে হযরত **খালিদ বিন ওয়ালিদ** (রা.)-ও অংশ নেন। তিনি একজন দক্ষ অশ্বারোহী ছিলেন, কিন্তু এখানে সাধারণ সৈনিক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তখন তাঁর ইসলাম গ্রহণের মাত্র তিন মাস অতিবাহিত হয়েছিল। ইসলামি বাহিনী যখন রওনা দেয়, তখন শত্রুপক্ষ তাদের প্রস্তুতির খবর পায় এবং নিজেদের বাহিনী প্রস্তুত করতে শুরু করে। শীঘ্রই মুসলমানদের কাছে খবর আসে যে শত্রুপক্ষের সেনা সংখ্যা এক লক্ষের কাছাকাছি। এই সংবাদে হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) সাহাবাদের মনোবল বাড়িয়ে বলেন: 'তোমাদের সামনে দুটি পথ-শহীদ হওয়া অথবা বিজয়। উভয়ই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর এই লক্ষ্যেই তো তোমরা ঘর ছেড়েছ।' এটা শুনে সকল সাহাবি এক বাক্যে বলেন: ইবনে রওয়াহা ঠিকই বলেছেন। এরপর সাহাবীরা সামনে অগ্রসর হলে **মাশারিফের** নিকটবর্তী স্থানে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সৈন্যবাহিনীর যা রোমান ও আরবদের নিয়ে গঠিত ছিল সম্মুখীন হয়। তাদের দেখে মুসলমানরা মুতাহ নামক স্থানে সরে যায় এবং সেখানেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন: "যখন শত্রু বাহিনী আমাদের নিকটে আসে, তখন আমি এত বিশাল ও সুসজ্জিত বাহিনী, এত ঘোড়া ও স্বর্ণালঙ্কার কখনও দেখিনি। এমন দৃশ্য দেখে আমার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল।" **হযরত সাবেত (রা.)** একথা শুনে বলেন, তুমি তাদের সংখ্যাধিক্য দেখছ? অথচ তুমি আমাদের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করো নি! আমরা সেখানে সংখ্যাধিক্যের কারণে জয় লাভ করিনি।

যখন লড়াই শুরু হলো, তখন উভয়পক্ষের তীব্র সংঘর্ষ হয়। **হযরত যায়েদ (রা.)** মহানবী (সা.)-এর পতাকা হাতে নিয়ে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন এবং শাহাদত বরণ করেন। এরপর হযরত জাফর বিন আবী তালিব (রা.) পতাকা হাতে নিয়ে শত্রুদের ওপর আক্রমণ করেন। এক বর্ণনায় আছে, তিনি প্রথমে ডান হাতে পতাকা ধরেন, সেই হাত কাটা গেলে বাম হাতে পতাকা তুলে নেন, বাম হাতও কাটা গেলে, তিনি নিজের কনুই দিয়ে পতাকা বুকে চেপে ধরেন। শহীদ হওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩৩ বছর। তার দেহে প্রায় ষাটটি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়-কিন্তু একটি আঘাতও তাঁর পিঠে ছিল না।

হযরত জাফর (রা.) শাহাদত বরণ করলে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) পতাকা নিজের হাতে তুলে নেন। তাকে খাবারের জন্য একটি টুকরো হাড়যুক্ত মাংস দেয়া হয়েছিল, যেন এর মাধ্যমে তিনি কিছুটা শক্তি অর্জন করতে পারেন। তিনি সেই টুকরো থেকে কেবল একটি অংশ ছিড়েছিলেন মাত্র, ঠিক তখনই মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুদের তরবারির ঝংকার শুনতে পান। তখন তিনি নিজেই নিজেকে বলেন, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে আর তুই এখনো মাংস খাচ্ছিস? এরপর তিনি তা ছুড়ে ফেলে দিয়ে লড়াই শুরু করেন এবং লড়াই করতে করতে শাহাদতের অমিয় সুধা পান করেন আর তাঁর হাত থেকে পতাকা পড়ে যায়।

তাঁর শাহাদতের পর মুসলমান বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে, এমনকি কোথাও দু'জন মুসলমানকেও আর একত্রিত লড়তে দেখা যায় না। তখন একজন আনসারী সাহাবি ইসলামের পতাকা হাতে নেন এবং সামনে দৌড়ে গিয়ে লোকেদের সামনে পতাকা গেড়ে বলেন: হে লোকেরা! আমার দিকে এসো! সব সৈন্য তাঁর চারপাশে জমা হয়। এরপর তারা একত্র হয়ে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের (রা.) কাছে যান। হযরত খালিদ বলেন: আমি তোমার কাছ থেকে এ পতাকা নিতে চাই না। তুমি এর বেশি অধিকার রাখো। তখন ঐ সাহাবি বললেন: আমি তো এই পতাকা শুধুমাত্র আপনার জন্যই ধরে রেখেছি। অতঃপর হযরত খালিদ (রা.) পতাকা তুলে নেন, এবং বিচলিত বাহিনীকে সঙ্ঘবদ্ধ করেন, তাদের একত্র করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেন। শত্রুরাও তাদের পিছু হটে। এইভাবে তিনি মুসলমানদের রক্ষা করে তাদের সুরক্ষিত ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। **ইবনে ইসহাকের** মতে রোমানদের কাছ থেকে মুসলমানদের পিছু হটা আসলে তাদের থেকে বাঁচারই কৌশল ছিল, কারণ তখন তিন হাজার মুসলমানের মধ্যে প্রায় দুই হাজার সৈনিক রোমান বাহিনীর বিপরীতে যুদ্ধক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ উভয় বাহিনী একেবারে একত্রিত লড়ছিল। শত্রুবাহিনী মুসলমানদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল এবং তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পুরোপুরি সংঘবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে মুসলমানদেরকে নিরাপদে সেখান থেকে বের করে আনা-এটাই ছিল প্রকৃত বিজয়। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন : বিজয়েরও নানা দিক বা রূপ হতে পারে।

মহানবী (সা.) **হযরত যায়েদ, জাফর ও আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রা.)**-এর শাহাদাতের সংবাদ সাহাবাদের কাছে পৌঁছার আগেই তাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি (সা.) বলেন: "যায়েদ (রা.) পতাকা নিলেন এবং শহীদ হলেন, এরপর জাফর (রা.) পতাকা নিলেন এবং তিনিও শহীদ হলেন, তারপর ইবনে রওয়াহা (রা.) পতাকা নিলেন এবং তিনিও শহীদ হলেন।" এ কথা বলতে বলতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চোখ অশ্রুসজল হয়ে যায়। এরপর তিনি বলেন: "এরপর পতাকা গ্রহণ করেন আল্লাহ্‌র তরবারিগুলোর একটি তরবারি, এবং আল্লাহ তাঁর হাতে মুসলমানদের বিজয় দান করেন।" এই ঘটনার পর থেকে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে **'সাইফুল্লাহ্'** - অর্থাৎ আল্লাহ্‌র তরবারি বলা হতে থাকে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন: যখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) ইসলামী সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তিনি সৈন্যবাহিনীর সামনের অংশকে পেছনে আর পেছনের অংশকে সামনে দাঁড় করান, ডানদিকের অংশকে বামে এবং বামদিকের অংশকে ডানে দাঁড় করান আর উচ্চস্বরে জয়ধ্বনি দিতে থাকে, যার ফলে শত্রুরা মনে করতে থাকে, মুসলমানদের সাহায্য করতে পেছন থেকে আরেকটি দল এসেছে আর তাই তারাও কিছুটা পেছনে সরে যায়। এ সুযোগে খালিদ (রা.) মুসলমানদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসেন।

পতাকার মর্যাদা ও শ্রদ্ধা সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন: "যখন কোনো জাতির মানুষের অন্তরে তাদের পতাকার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা হয়, তখন তা তাদের এমনভাবে প্রস্তুত করে দেয় যে, যদি পতাকার রক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতেও হয়, তাহলে তারা বিনা দ্বিধায় জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত

থাকে। কারণ তখন আর এটি শুধুমাত্র কাঠ ও কাপড়ের টুকরো নয়- বরং এটি একটি জাতির সম্মানের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়, যা রূপক অর্থে তাদের সামনে পতাকার মাধ্যমে উপস্থাপিত থাকে।"

এরপর হুযূর (আই.) বর্তমানে বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতির জন্য দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমি নিয়মিতভাবে দোয়ার জন্য আহ্বান করে আসছি। অনবরত দোয়া করতে থাকুন, বিশেষতঃ বর্তমানে পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যকার পারস্পরিক দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতির জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা অত্যাচারিতামূলক যুগের অবসার ঘটান এবং নির্যাতিতদের সাহায্য করুন, রাষ্ট্রনেতাদের বিবেকবুদ্ধি দিন– তারা যেন পরস্পর লড়াইয়ের পরিবর্তে সন্ধির দিকে অগ্রসর হয় এবং আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলির প্রতি যথাযথ সম্মান দেখায়। পৃথিবীর সকল অত্যাচারিতের জন্য দোয়া করুন। বাহ্যতঃ পৃথিবী ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। যুদ্ধ হলে উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সাধারণ মানুষ সীমাহীন বিপদে নিপতিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করুন, তবে এটি তখনই হতে পারে যখন মানুষ খোদার দিকে ধাবিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে এর তৌফিক দিন এবং আমাদেরকেও কার্যকরী দোয়া করার তৌফিক দান করুন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) পাকিস্তানের কসূর-এর অধিবাসী জনাব রফিক আহমদ সাহেবের পুত্র শহীদ মুহাম্মদ আসিফ সাহেবের স্মৃতিচারণ করেন এবং তাঁর গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন। গত ২৪শে এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে আহমদীয়াতের শত্রুরা গুলি করে তাঁকে নির্মমভাবে শহীদ করে। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। শাহাদতের সময় শহীদ মরহুমের বয়স ছিল মাত্র ১৯ বছর। তিনি পুণ্যবান, অনুগত, সাহসী, জামা'তের সেবায় অগ্রগামী, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন এবং খিলাফত প্রেমিক যুবক ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, আমীন।

হুযূর আনোয়ার বলেন: পাকিস্তানে যারা সন্ত্রাস ও জামা'তের বিরোধিতা করে তাদের সাহস ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। আল্লাহ্ যেন শিগগিরই তাদের শাস্তির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

2 May 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....P.O.....
Distt.....Pin.....W.B

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat